ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

- আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে ;
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারীপুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না ;
- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে ;
- অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ; এবং
- উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার ;
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার ;
- সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার ;
- ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ;
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ;
- যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যবসাবাণিজ্যের অধিকার ;
- আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে ;
- একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না ;
- কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না ;
- জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ;
- যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

- কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না ;
- চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

- প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে ;
- প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে ;
- কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না ;
- সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার

- সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে ;
- রাষ্ট্রপরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না ;
- ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

- মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যে আহ্বানে সাড়া দেওয়া ;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ সাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন ;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য দান ও সংরক্ষণ ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্য প্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন ;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন ;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশে বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন ; এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতামাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

রচনাভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। ভারতের সংবিধানের ১৪—১৮নং অনুচ্ছেদগুলিতে স্বীকৃত সাম্যের অধিকার আলোচনা করো।

[Discuss the right to equality as guaranteed in the Articles 14—18 of the Indian Constitution.]

উত্তর। **সাম্যের অধিকার**

সাধারণভাবে সাম্য হল ব্যক্তির আয় ও মর্যাদাগত ক্ষেত্রে সকলের জন্য সম-অধিকার। সাম্য তাই কয়েকটি অর্থকে প্রকাশ করে। যেমন— *প্রথমত,* সাম্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে সমান; *দ্বিতীয়ত,* রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সকল নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা দান; *তৃতীয়ত,* বিভিন্ন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান; *চতুর্থত,* কোনোপ্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই ভোগ করবে না— তা সকলের।

ভারতের সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

- **১৪নং ধারা :**

ভারতের সংবিধানের ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারত তার ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে আইনের চোখে সমতা কিংবা আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকারকে অস্বীকার করবে না। *(The State shall not deny to any person equality before the law on the equal protection of the laws within the territory of India.)*

এখানে, 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' কথাটির মধ্যে অনেকটা নেতিবাচক এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত' কথাটির মধ্যে অনেকটা ইতিবাচক ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে।

○ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Equality before the law) : 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণাটি *অধ্যাপক ডাইসির 'Rule of Law'*, অর্থাৎ, 'আইনের অনুশাসন' থেকে আনা হয়েছে। এর অর্থ হল— সকল ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ আদালতের অধীন। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তিই দেশের আইনের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে এই নীতির কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে। যেমন—

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল নন এবং তাঁরা ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় কোনো ফৌজদারি মামলা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যায় না বা দায়ের করা যায় না।

(খ) ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করেন।

(গ) অপর রাষ্ট্রের শাসক ও রাষ্ট্রদূতগণ ভারতের আদালতের এক্তিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন বলে এই নীতিটি তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

(ঘ) এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে শাসনবিভাগীয় বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারকার্য চালানো হয়, সেখানে সাধারণ আদালত কাজ করে না। 'বিশেষ আদালত' কতকগুলি 'বিশেষ অপরাধের' বিচার করে।

(ঙ) 'ট্রাইবুন্যাল' দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের চাকরিগত বিরোধের মীমাংসা করা যায় (৪২তম সংবিধান সংশোধন)। তা ছাড়া এইরূপ আদালত শিল্প বা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রেও কাজ করতে পারে।

○ আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণ (Equal protection of the laws) : 'আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণ'-এর অর্থ হল— সমান পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন একইপ্রকার হবে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগও একইভাবে হবে।

আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণের অধিকারটি ইতিবাচক অধিকার এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সমান পরিস্থিতিতে যেন সমস্ত নাগরিক একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায় এবং আইন দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতাসমূহ তারা একইভাবে মান্য করতে বাধ্য থাকে। এর অর্থ এই নয় যে, সকলের জন্য সমান অধিকার। এর অর্থ হল— সমপরিস্থিতিতে সকল ব্যক্তির সমানভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার (*চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্যদের মামলা*)।

● ১৫নং ধারা :

১৫(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, নারী-পুরুষ, জন্মস্থানগত-ভেদে অথবা এগুলির মধ্যে যে-কোনো একটি কারণে কোনো নাগরিকের ওপর বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

১৫(২)নং ধারায় আবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপরিউক্ত কারণে বা তাদের কোনো একটি কারণে দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল, প্রমোদস্থান এবং যেসব কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, রাস্তা প্রভৃতি যেখানে সরকার দ্বারা পুরোপুরিভাবে এবং আংশিকভাবে পরিচালিত হয়, সেইসব ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

অর্থাৎ ১৫নং ধারা দ্বারা দুটি বিষয় বোঝানো হয়েছে। যথা— (ক) রাষ্ট্র বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না এবং (খ) সরকারি এবং বেসরকারি— উভয় ক্ষেত্রেই বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ।

ব্যতিক্রম : ১৫নং ধারায় দুটি ব্যতিক্রম আছে। যথা—

(ক) ১৫(৩)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

(খ) ১৫(৪)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত অংশ এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারে।

- **১৬নং ধারা** :

১৬(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বা পদে নিযুক্তির ব্যাপারে সমস্ত নাগরিককে সমান সুযোগ দানের ব্যবস্থা থাকবে (*There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state.*)।

১৬(২)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো নাগরিক ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, বংশমর্যাদা, জন্মস্থান, বাসস্থান অথবা এদের যে-কোনো একটি কারণের জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচনা করা যাবে না।

ব্যতিক্রম : এই অধিকারের ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

(ক) সংবিধানের ১৬(৩)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংসদ আইন প্রণয়ন করে কোনো অঙ্গরাজ্যের অথবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারে চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার শর্ত আরোপ করতে পারে।

(খ) সংবিধানের ১৬(৪)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের অধীনে চাকরির ক্ষেত্রে সরকার কোনো অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য কোনো কোনো পদ অথবা নিয়োগ সংরক্ষণ করতে পারে।

(গ) সংবিধানের ১৬(৫)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত চাকরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

- **১৭নং ধারা** :

সংবিধানের ১৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অস্পৃশ্যতা বিলোপ করা হল (*'Untouchability' is abolished*) এবং অস্পৃশ্যতাজনিত কোনোরূপ আচরণ পুরোপুরি নিষিদ্ধ (*its practice in any form is forbidden*)।

- **১৮নং ধারা** :

১৮(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র মামরি ও বিদ্যা বিষয়ক দক্ষতা বা নিপুণতা ছাড়া অন্য কোনো গুণের ক্ষেত্রে খেতাব বা উপাধি দিতে পারবে না।

১৮(২)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতীয় কোনো নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোনো খেতাব নিতে পারবে না।

১৮(৩)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যে-সমস্ত ব্যক্তি ভারতের নাগরিক নন, অথচ ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত আছেন, তারা রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে অপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো খেতাব নিতে পারবে না।

১৮(৪)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারত সরকারের অধীনে লাভজনক কোনো পদে আসীন কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সম্মতি না-নিয়ে অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন বা উপঢৌকন, বা কোনো পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

■ **মূল্যায়ন :**

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকারটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যেমন—

প্রথমত, এই অধিকারটি মূলত আইনগত এবং সামাজিক অধিকার; কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান। অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে আইনগত এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারতে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, সম্মানদানের বিষয়টি সাম্যের আদর্শের পরিপন্থী নয়। সম্মানদানের অর্থ হল— ব্যক্তির গুণকে স্বীকৃতিদান। এর দ্বারা সামাজিক মর্যাদা ভোগ করাকে বোঝায় না।

তৃতীয়ত, অনেকের মতে, সাম্যের অধিকারের সঙ্গে এর যেসব ব্যতিক্রম যুক্ত করা হয়েছে, তাতে সাম্যের অধিকারটিই ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সর্বোপরি, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আইনগতভাবে নানা ব্যবস্থা নিলেও তাদের জন্য আরও ব্যাপক পরিমাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন : ২। ভারতীয় সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকারগুলি আলোচনা করো।

[Discuss the Right to Freedom as guaranteed in Article 19 of the Constitution of India.]

উত্তর। ১৯নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এমন এক সামাজিক পরিবেশ, যেখানে প্রত্যেকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার হল— স্বাধীনতার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলে।

ভারতের মূল সংবিধানে ১৯নং ধারায় প্রথমে ৭টি অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা 'সম্পত্তি অর্জন, দখল ও বিক্রয় করার' অধিকারটির অবসান ঘটানোর পর বর্তমানে ৬টি অধিকার সংযোজিত আছে।

১৯(১)নং ধারা অনুসারে সকল নাগরিকের অধিকার থাকবে—

(ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা;
(খ) শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;
(গ) জনগণের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার;
(ঘ) ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার;
(ঙ) ভারত ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে থাকা ও বসবাসের অধিকার;
(চ) অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়েছে;
(ছ) নাগরিকদের যে-কোনো কাজ (Profession), অথবা যে-কোনো বৃত্তি (Occupation), বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকার।

○ **ব্যতিক্রম :** সংবিধানের ১৯(১)নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি অবাধ নয়। সংবিধানের ১৯(২)নং থেকে ১৯(৬)নং ধারার মধ্যে কতকগুলি বাধানিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমত, ভারতের সংবিধানে বর্ণিত বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়। এখানে সংবিধানের ১৯(২)নং ধারায় যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধগুলি হল— (১) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা, (২) সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা করা, (৩) বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা, (৪) জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা

করা, (৫) শালীনতা রক্ষা করা, (৬) আদালত অবমাননা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, (৭) মানহানি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এবং (৮) অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংবিধানের ১৯(৩)নং ধারায় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধা আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমাবেশ— শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হতে হবে। রাষ্ট্র যুক্তিসম্মত বাধা আরোপ করতে পারে— জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং সংহতির স্বার্থে।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ১৯(৪)নং ধারায় সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার কারণে জনগণের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধা আরোপের কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থত, সংবিধানের ১৯(৫)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থ বা তপশিলি জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য নাগরিকদের সমগ্র ভারতে চলাফেরার অধিকার বা বসবাস করার অধিকারের ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

পঞ্চমত, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের যে-কোনো কাজ, অথবা যে-কোনো বৃত্তি, বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। ১৯(৬)নং ধারায় এই যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোনো বৃত্তি বা পেশার ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

■ **মূল্যায়ন :**

স্বাধীনতার অধিকার যাতে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হয়ে না-পড়ে, তার জন্য সংবিধানে যুক্তিসংগত বাধানিষেধের কথা বলা হয়েছে। আবার রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ প্রয়োগ করতে পারলেও তা যুক্তিসংগত কিনা, আদালত তা বিচার করে দেখতে পারে। যদি কোনো আইনের যুক্তিসংগতভাবে বাধানিষেধ আরোপ করা না-হয়, তাহলে ওই আরোপিত আইনকে আদালত বাতিল করে দিতে পারে।

১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারটির অনেকে সমালোচনা করে বলেছেন যে, রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপের ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, জনস্বার্থ, জনশৃঙ্খলা প্রভৃতি শব্দগুলি স্পষ্ট নয়।

প্রশ্ন : ৩। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করো।
[Discuss regarding Right to Freedom as guaranteed by the Constitution of India.]

উত্তর। স্বাধীনতার অধিকার

স্বাধীনতা বলতে বোঝায় এমন এক সামাজিক পরিবেশ, যেখানে প্রত্যেকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার হল— স্বাধীনতার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই অধিকারগুলি হল—

● **১৯নং ধারা :**

বর্তমানে ১৯নং ধারায় ৬টি অধিকার সংযোজিত আছে। যথা—

১৯(১)(ক)নং ধারায় বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা;

১৯(১)(খ)নং ধারায় শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

১৯(১)(গ)নং ধারায় নাগরিকের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার;

১৯(১)(ঘ)নং ধারায় ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার;

১৯(১)(ঙ)নং ধারায় ভারতের ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে থাকা ও বসবাসের অধিকার।

১৯(১)(ছ)নং ধারায় নাগরিকদের যে-কোনো কাজ অথবা যে-কোনো বৃত্তি, বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯(১)(চ)নং ধারাটি বাতিল করা হয়েছে। ১৯(১)নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি অবাধ নয়। সংবিধানে এই অধিকারটির কতকগুলি বাধানিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে।

○ বাধানিষেধ : সংবিধানের ১৯(২) থেকে ১৯(৬)নং ধারায় ১৯(১)-এ বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির বাধানিষেধসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

সংবিধানের ১৯(২) ধারা অনুসারে— দেশের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা, জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা, শালীনতা রক্ষা করা, আদালত অবমাননা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, মানহানি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এবং অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

সংবিধানের ১৯(৩)নং ধারায় নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমাবেশ— শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হতে হবে। রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে— জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতির স্বার্থে।

সংবিধানের ১৯(৪)নং ধারায় সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, জনশৃঙ্খলা বা নৈতিকতার কারণে জনগণের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপের কথা বলা হয়েছে।

সংবিধানের ১৯(৫)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থ বা তপশিলি জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য নাগরিকদের সমগ্র ভারতে চলাফেরা বা বসবাস করার অধিকারের ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

সংবিধানের ১৯(৬)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র নাগরিকদের যে-কোনো কাজ অথবা যে-কোনো বৃত্তি, বাণিজ্য অথবা ব্যাবসা পরিচালনার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র কোনো বৃত্তি বা পেশার ক্ষেত্রে যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

● **২০নং ধারা :**

সংবিধানের ২০নং ধারায় নাগরিকদের যেসব স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে, তা হল—

(ক) সংবিধানের ২০(১)নং ধারা অনুসারে প্রচলিত আইনভঙ্গের কারণে কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজের জন্য অভিযুক্ত করা হলে যে সময়ে ওই কাজটি ঘটেছিল, সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারেই শাস্তি দেওয়া যাবে— তার বেশি শাস্তি দেওয়া যাবে না।

(খ) সংবিধানের ২০(২)নং ধারা অনুসারে একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

(গ) সংবিধানের ২০(৩)নং ধারা অনুসারে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না।

● **২১নং ধারা :**

সংবিধানের ২১নং ধারা অনুসারে, আইনসংগত পদ্ধতি ছাড়া অপর কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

এর অর্থ হল— অবৈধভাবে কোনো নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ— রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা সম্ভব।

● **২২নং ধারা :**

সংবিধানের ২২(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে আটক ও গ্রেপ্তার করা হলে, ওই গ্রেপ্তার বা আটক-করা ব্যক্তিকে তার গ্রেপ্তার বা আটক হওয়ার কারণ খুব শীঘ্রই জানাতে হবে এবং ওই আটক বা গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে উকিল দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

আবার ২২(২)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আটক বা গ্রেপ্তার-করা ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম আদালতে হাজির করতে হবে এবং ওই আদালতের অনুমতি ছাড়া তাকে ওই সময়ের বেশি আটক রাখা যাবে না।

কিন্তু সংবিধানের ২২(৩)নং ধারা অনুসারে, শত্রুভাবাপন্ন বিদেশির ক্ষেত্রে এবং নিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এইসব নিয়ম কার্যকর হবে না।

কোনো ব্যক্তিকে যখন নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেই ব্যক্তিকে তিনমাসের জন্য আটক রাখতে পারে। তিনমাসের বেশি আটক রাখতে হলে সেই আটক ন্যায়সংগত কিনা, সে সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা পর্ষদের নিকট থেকে অনুমোদন নিতে হবে।

● **মূল্যায়ন :**

স্বাধীনতার অধিকার— একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই অধিকার অতি মূল্যবান। কিন্তু ভারতে একদিকে যেমন রয়েছে বর্ণবৈষম্য, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে ধনবন্টনের বৈষম্য। এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকারভোগ— বাধার সম্মুখীন হতে বাধ্য। আবার স্বাধীনতার অধিকারের ক্ষেত্রে বহু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য সুপ্রিমকোর্ট বাধানিষেধগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং এইসব যৌক্তিকতা বিচারের দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট স্বাধীনতা রক্ষার অভিভাবকে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪। ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত 'ধর্মীয় স্বাধীনতার' অধিকারটি বিশ্লেষণ করো।
[Analyse the right to 'Freedom of Religion' as guaranteed by the Constitution of India.]

উত্তর। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। বহু ধর্মের দেশ ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে। ভারতে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই এবং সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই কারণে ভারতে সকল নাগরিকের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা বিদ্যমান। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

● **২৫নং ধারা :**

সংবিধানের ২৫(১)নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিবেকের স্বাধীনতা ও ধর্মস্বীকার, ধর্মপালন এবং ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

○ **বাধানিষেধ :** কিন্তু এই অধিকারটি অবাধ নয়, এর কিছু বাধানিষেধ আছে। এই বাধানিষেধগুলি হল—

(ক) বলা হয়েছে যে, জনশৃঙ্খলা, সামাজিক নীতিবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

(খ) ২৫(২)(ক)নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

(গ) ২৫(২)(খ) নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্র হিন্দু ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণির হিন্দুদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করতে পারে।

অর্থাৎ, সংবিধান অনুসারে সামাজিক মঙ্গল ও সংস্কারের জন্য রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে।

● **২৬নং ধারা :**

সংবিধানের ২৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় ও এর অংশ বা গোষ্ঠী—

(ক) ধর্ম ও দানের ব্যাপারে যে-কোনো সংস্থা স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে।

(খ) ধর্ম-বিষয়ক তাদের নিজ নিজ কার্যাবলি পরিচালনা করার অধিকারী।

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আহরণ করার অধিকারী এবং এর মালিকানা অর্জনেরও অধিকারী।

(ঘ) আইন অনুযায়ী সেই ধরনের সকল সম্পত্তি পরিচালনার অধিকারী।

○ **বাধানিষেধ :** ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে এই অধিকারটি অবাধ নয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র এইসব অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

● **২৭নং ধারা :**

ভারতীয় সংবিধানের ২৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম কিংবা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসারের জন্য অথবা রক্ষণাবেক্ষণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে অথবা সম্প্রদায়কে কর দিতে বাধ্য করা যায় না।

● **২৮নং ধারা :**

ভারতের সংবিধানের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে,

(ক) যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুরোপুরি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, সেইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান করা যাবে না।

(খ) সরকার দ্বারা স্বীকৃত অথবা সরকারের আংশিক সাহায্য লাভে পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

(গ) রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত এবং কোনো দাতা বা অছির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে যদি দাতার উইলে উল্লেখ থাকে কোনো বিশেষ ধর্মবিষয়ে শিক্ষাদান সম্পর্কে, তাহলেই ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

■ **মূল্যায়ন :**

ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতে কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি নেই। ভারতে

ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি প্রকৃতিগতভাবে উদার, গতিশীল এবং নিয়ন্ত্রিত। তথাপি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিবাদ ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ— সমাজজীবনের গতিশীল ধারাকে রুদ্ধ করে দেয়। মৌলবাদী নীতি সমাজজীবনে দূষণের বাতাস বইয়ে দেয়, যার ফলে আত্মপ্রকাশ করে সাম্প্রদায়িকতাবাদ।

বিভাগ - খ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। ভারতের সংবিধান কীভাবে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার সুনিশ্চিত করে? ***[How is the right against exploitation guaranteed by the Constitution of India?]***

উত্তর। <u>শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার</u>

যে অধিকার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের পাশাপাশি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে শোষণের ভয়ংকর গ্রাস থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়, তাকে বলে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার।

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভারতের সংবিধানের ২৩নং এবং ২৪নং ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি সংযোজিত হয়েছে।

- **২৩নং ধারা :**

সংবিধানের ২৩নং ধারা অনুযায়ী মানুষ-কেনাবেচা, বেগার-প্রথা, শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা শ্রমদানে বাধ্য করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

সংবিধানের এই ধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে *'Suppression of Traffic in Women and Girls' Act, 1958'* প্রবর্তন করা হয়েছে।

- **২৪নং ধারা :**

সংবিধানের ২৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ১৪ বছরের কমবয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি অথবা অপর কোনো বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা যাবে না।

সংবিধানের এই ধারাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সংসদ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করেছে। যথা—

(ক) Factories Act, The Mines Act, 1952.

(খ) The Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill, 1986 প্রভৃতি।

■ **মূল্যায়ন :** ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি উল্লেখ থাকলেও শোষণ যে সার্বিকভাবে সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছে, তা বলা যায় না। নিভৃতে স্বার্থান্বেষী মানুষ শ্রমের অপব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সংবিধান-রচয়িতা ও বিশেষজ্ঞগণ দেখলেও তা অধরাই থেকে গেছে। বিপজ্জনক কাজে শিশুশ্রমিক নিয়োগ, নারীদের অসাধু কাজে ব্যবহার প্রভৃতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। আসলে বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের মাত্রার তীব্রতা এখনও বিদ্যমান বলেই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠতে পারেনি।

প্রশ্ন : ২। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত 'সাংবিধানিক প্রতিবিধানসমূহের অধিকার' বলতে কী বোঝো?
[What is meant by the 'right to constitutional remedies' as provided in the Constitution of India?]

উত্তর। সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার

মৌলিক অধিকারগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন ও মৌলিক অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সংবিধানে যে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়, তাকে বলে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার।

ভারতের সংবিধানে ৩২নং এবং ২২৬নং ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

● ৩২নং ধারা :

সংবিধানের ৩২(১)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারগুলি কার্যকর করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিকট নাগরিকরা আবেদন করতে পারে।

সংবিধানের ৩২(২)নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে কার্যকর তথা বলবৎ করার জন্য পাঁচ ধরনের লেখ বা writ জারি করতে পারে। এই লেখ বা writগুলি হল— (ক) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, (খ) পরমাদেশ, (গ) প্রতিষেধ, (ঘ) অধিকার পৃচ্ছা এবং (ঙ) উৎপ্রেষণ।

(ক) ***বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus)*** : বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ বলতে বোঝায়— আটক ব্যক্তিকে সশরীরে আদালতে হাজির করা। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট এই লেখ জারি করে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত যদি মনে করে যে, আটক বিধিসম্মত নয়, তাহলে ওই ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে।

(খ) ***পরমাদেশ (Mandamus)*** : 'পরমাদেশ' বা 'Mandamus' হল একটি লাতিন শব্দ। এর অর্থ হল আদেশ (Command)। আদালত পরমাদেশ জারি করে সরকার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সর্বসাধারণের দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষকে তার আইনগত দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট— সরকার ও অধস্তন আদালতের বিরুদ্ধে এই নির্দেশ জারি করতে পারে।

(গ) ***প্রতিষেধ (Prohibition)*** : 'প্রতিষেধ' বলতে 'নিষেধ-করা' বোঝায়। এই লেখ জারির মাধ্যমে উর্ধ্বতন আদালত অধস্তন আদালতকে নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে কাজ করার নির্দেশ দিতে পারে। এই লেখ কেবলমাত্র বিচারবিষয়ক এবং আধা-বিচারবিষয়ক কমিটির ওপর আরোপিত হতে পারে।

(ঘ) ***অধিকার-পৃচ্ছা (Quo-warranto)*** : 'অধিকার পৃচ্ছা' বলতে বোঝায় 'কোন্ অধিকারে'। যদি কোনো ব্যক্তি তার নিজ যোগ্যতা না-থাকা সত্ত্বেও কোনো পদের দাবিদার হতে চান, তখন আদালত অধিকার পৃচ্ছা জারি করে এর বৈধতা বিচার করে। দাবিটি বৈধ না-হলে ওই পদ থেকে তাকে অপসারণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পদটি 'সরকারি পদ' হতে হবে।

(ঙ) ***উৎপ্রেষণ (Certiorari)*** : 'উৎপ্রেষণ' বলতে বোঝায় 'জ্ঞাত হওয়া'। বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়াকেই উৎপ্রেষণ বলে। এর অর্থ হল— অধস্তন আদালত বিচারের ক্ষেত্রে যদি নিজ এক্তিয়ার অতিক্রম করে বা ভঙ্গ করে, তাহলে এই লেখ জারি করে ওই মামলাকে উর্ধ্বতন আদালতে নিয়ে যাওয়া যায়।

● ২২৬নং ধারা :

সংবিধানের ২২৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টগুলিও মৌলিক অধিকার কার্যকর করার জন্য এই পাঁচটি লেখ বা writ জারি করতে পারে। তা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনেও হাইকোর্টগুলি এই লেখ জারি করতে পারে।

■ মূল্যায়ন :

মৌলিক অধিকারগুলিকে কেবলমাত্র সংবিধানে স্বীকৃতি দিলেই চলে না, এগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করারও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এই কারণে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার— বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গুরুত্বের দিকে লক্ষ রেখেই ড. আম্বেদকর সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারকে 'সংবিধানের আত্মা' বলে অভিহিত করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য যে, জরুরিকালীন অবস্থায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি কার্যকর থাকে না, তা স্থগিত রাখা হয়। কারণ, এইসময় রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রশ্ন ৩। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি উল্লেখ করো।
[Mention the fundamental duties of the citizens of India.]

উত্তর। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

ভারতের মূল সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে কোনো কিছুর উল্লেখ ছিল না। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪২তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ অংশে (Part-IV-A) ৫১(ক)নং ধারায় ১০টি মৌলিক কর্তব্য পালনের কথা উল্লেখ করা হয়। পুনরায় ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ৮৬তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা ওই ধারায় আরও ১টি কর্তব্য যুক্ত করা হয়। বর্তমানে তাই মৌলিক কর্তব্য হল ১১টি। এই কর্তব্যগুলি হল—

(১) সংবিধান মেনে চলা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো;

(২) যেসব সুমহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে পোষণ ও অনুসরণ করা;

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন করা ও সংরক্ষণ করা;

(৪) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

(৫) ধর্মগত, ভাষাগত, আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত বিভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সকল ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন করা এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে বর্জন করা;

(৬) আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য প্রদান ও সংরক্ষণ করা;

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদনদী ও বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধন এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করা;

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন করা;

(৯) জাতীয় সম্পত্তি সংরক্ষণ ও হিংসার পথ বর্জন করা;

(১০) সমস্ত রকম ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের উৎকর্ষ সাধন করা;

(১১) ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার বাবা-মা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

The End

বিভাগ - গ

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ১। মৌলিক অধিকার কাকে বলে?

উত্তর। যে-সমস্ত অধিকার শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং দেশের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত থাকে, তাকে বলা হয় মৌলিক অধিকার। ভারতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part-III) উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ২। মৌলিক অধিকার ও সাধারণ অধিকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

উত্তর। মৌলিক অধিকার ও সাধারণ অধিকারের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল—

(ক) মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হতে হয় ; কিন্তু সাধারণ অধিকারগুলি সংরক্ষিত থাকে দেশের সাধারণ আইন দ্বারা।

(খ) মৌলিক অধিকারসমূহ কখনও পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করতে হয় ; অপরদিকে সাধারণ আইনের পরিবর্তন সাধন করে সাধারণ অধিকারের পরিবর্তন সাধন করা।

প্রশ্ন : ৩। মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হয় কেন?

উত্তর। মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হতে হয়। কারণ, সরকারের ইচ্ছার ওপর মৌলিক অধিকারগুলি অর্পণ করা হলে সরকার নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তা ব্যবহার করতে পারে। তা ছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেও সরকার অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধন করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হলে জনস্বার্থ রক্ষিত হতে পারে।

প্রশ্ন : ৪। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের দুটি বৈশিষ্ট্য হল—

(ক) সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। মৌলিক অধিকারগুলির ওপর কতকগুলি যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

(খ) ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি আদালত দ্বারা বলবৎযোগ্য। এর ফলে নাগরিক শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত।

প্রশ্ন : ৫। দুটি নেতিবাচক মৌলিক অধিকারের নাম উল্লেখ করো।

উত্তর। দুটি নেতিবাচক মৌলিক অধিকার হল—

(ক) আইনের দৃষ্টিতে সমতা,

(খ) আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার।

প্রশ্ন : ৬। দুটি ইতিবাচক অধিকারের উল্লেখ করো।

উত্তর। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত দুটি ইতিবাচক অধিকার হল—

(ক) মতামত প্রকাশের অধিকার;
(খ) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার।

প্রশ্ন : ৭। ভারতের সংবিধানে কবে কর্তব্যগুলি সংযোজন করা হয়?

উত্তর। ভারতের মূল সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্যগুলি সংযুক্ত করা হয়নি। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪২তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা নাগরিকদের কর্তব্যগুলি সংবিধানে যুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন : ৮। ভারতের সংবিধানের কোন্ অংশে এবং কত নং ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অংশে (Part-III), ১২—৩৫নং ধারায় ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত।

প্রশ্ন : ৯। ভারতের সংবিধানে বর্তমানে কয়টি ও কী-কী মৌলিক অধিকার আছে?

উত্তর। ভারতের সংবিধানে বর্তমানে ৬টি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত আছে। এই মৌলিক অধিকারগুলি হল—

(ক) সাম্যের অধিকার, (খ) স্বাধীনতার অধিকার, (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (ঙ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার এবং (চ) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

প্রশ্ন : ১০। ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি স্বীকৃত?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ১৪নং থেকে ১৮নং ধারায় সাম্যের অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

প্রশ্ন : ১১। ভারতের সংবিধানের ১৪নং ধারায় কী বলা হয়েছে?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারত তার ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে 'আইনের চোখে সমতা' (Equality before the law) কিংবা 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত' (Equal protection of the laws) হবার অধিকারকে অস্বীকার করবে না।

প্রশ্ন : ১২। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' বলতে কী বোঝো?

উত্তর। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' ধারণাটি ডাইসির 'আইনের অনুশাসন' (*Rule of Law*) থেকে আনা হয়েছে। এর অর্থ হল— সকল ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ আদালতের অধীন। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তিই দেশের আইনের উর্ধ্বে নয়।

প্রশ্ন : ১৩। 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'— এর দুটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করো।

উত্তর। 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য'-এর দুটি ব্যতিক্রম হল—

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি বা কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের কাছে দায়িত্বশীল নন এবং তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালীন অবস্থায় কোনো ফৌজদারি মামলা তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যায় না বা দায়ের করা যায় না।

(খ) ভারতে কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ ও রাজ্য আইনসভার সদস্যগণ বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

প্রশ্ন : ১৪। 'আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উত্তর। 'আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষণ' (Equal Protection of the Laws)-এর অর্থ হল— সমান পর্যায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইন একইপ্রকার হবে এবং প্রয়োগও একইভাবে হবে।

প্রশ্ন : ১৫। স্বাধীনতার অধিকার কত নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে?

উত্তর। স্বাধীনতার অধিকার— জনগণের অন্যতম গণতান্ত্রিক অধিকার। তাই, ভারতের সংবিধানেও স্বাধীনতার অধিকারটি স্বীকৃত হয়েছে এবং সংরক্ষিত হয়েছে— সংবিধানের ১৯ থেকে ২২নং ধারাগুলিতে।

প্রশ্ন : ১৬। ১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকার কয়টি?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ১৯নং ধারায় ৬প্রকার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭। ১৯নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি কী-কী?

উত্তর। ভারতের সংবিধানের ১৯নং ধারায় নাগরিকদের ছয় প্রকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—

(ক) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা,
(খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার,
(গ) জনগণের সমিতি গঠনের অধিকার,
(ঘ) নাগরিকদের ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার,
(ঙ) ভারত ভূখণ্ডের যে-কোনো অঞ্চলে নাগরিকদের বসবাসের অধিকার এবং
(চ) নাগরিকদের যে-কোনো বৃত্তি বা পেশা বা ব্যাবসাবাণিজ্য করার অধিকার।

প্রশ্ন : ১৮। নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধগুলি উল্লেখ করো।

উত্তর। ভারতের সংবিধানে বর্ণিত বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবাধ নয়। এখানে সংবিধানের ১৯(২)নং ধারায় যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বাধানিষেধগুলি হল— (১) সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা করা, (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা, (৩) বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা সংরক্ষণ করা, (৪) জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা করা, (৫) শালীনতা রক্ষা করা, (৬) আদালত অবমাননা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, (৭) মানহানি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, (৮) অপরাধমূলক কাজে প্ররোচনা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

প্রশ্ন : ১৯। নাগরিকদের সমবেত হওয়ার অধিকারের ওপর কী বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে?

উত্তর। ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করে বলা হয়েছে যে, সমাবেশ— শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র হবে। রাষ্ট্র যুক্তিসংগত বাধা আরোপ করতে পারে— জনশৃঙ্খলা, ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং সংহতির স্বার্থে।

মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা যায় না। সংসদের সমর্থনকে এখানে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হিসেবে রাখা হয়েছে।

16. রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। এই প্রসঙ্গে নির্দেশমূলক নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় নির্দেশমূলক নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত, আয়ারল্যান্ডের সংবিধানকে অনুসরণ করে এই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শসম্বলিত ধারাগুলি গৃহীত হয়েছে। চারটি ভাগে নীতিগুলিকে ভাগ করে আমরা আলোচনা করতে পারি।

1 **আর্থসামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতি:** এই জাতীয় নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ① **রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা গঠনে সচেষ্ট হবে যেখানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।** ② রাষ্ট্রীয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হবে যার ফলে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সব নাগরিক জীবিকা **অর্জনের অধিকার লাভ করবে।** ③ রাষ্ট্রীয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়ে **সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাবে।** ④ স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি এবং শিশুদের **সুকুমার বয়সের অপব্যবহার করা যাবে না।** ⑤ জনসাধারণের কল্যাণে সম্পদের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ ও **বন্টন করতে হবে।** ⑥ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানসমূহ যাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত **না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।** ⑦ অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপে নাগরিকরা যাতে বয়স ও শক্তির বিরুদ্ধে **কাজে যোগ না দেয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।** ⑧ রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত মজুরি, **বিশ্রাম ভোগ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগসুবিধা** এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে। ⑨ **বেকারত্ব, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় নাগরিকদের সাহায্য করা,** উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা ও প্রসূতিদের স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার আর্থসামাজিক আদর্শ **সম্পর্কিত নীতিসমূহের সঙ্গে আর কয়েকটি নীতি যোগ করা হয়েছে।** এগুলি হল ⑩ স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে শিশুদের বড়ো হওয়ার জন্য সমান সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা; ⑪ নাগরিকদের শৈশব ও যৌবনকে শোষণ ও দুঃখদুর্দশা থেকে রক্ষা করা; ⑫ ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় আইন বলবৎ করা; ⑬ দীন-দরিদ্রদের বিনা পয়সায় আইনি সাহায্য দেওয়া; ⑭ শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

2 **প্রশাসনিক নীতি:** রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতির তালিকায় উল্লিখিত প্রশাসনিক নীতিগুলি হল ① স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র গ্রামপঞ্চায়েত গঠন করে তার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করবে। ② বিচারবিভাগকে সরকারি প্রশাসন থেকে পৃথক করতে হবে। ③ সমগ্র ভারতের জনগণের জন্য একইরকম দেওয়ানি আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

3 **উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কিত নীতি:** রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও প্রশাসনের উন্নতিকল্পে যেসব নির্দেশমূলক নীতি সংযোজিত হয়েছে সেগুলি হল ① সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র প্রয়াসী হবে। ② রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থা নেবে যাতে ওষুধের প্রয়োজন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে মদ বা মাদক দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়। ③ অনুন্নত শ্রেণি বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিবিধান করার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। সামাজিক অন্যায় ও শোষণের হাত থেকে এদের রক্ষা করতে হবে। ④ রাষ্ট্র চেষ্টা করবে যাতে গোরু, মোষ ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এবং দুগ্ধদায়ী ও ভারবাহী অন্যান্য পশু হত্যা করা বন্ধ হয়। ⑤ চারুকলা এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ও স্মারক সংরক্ষণে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন ধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে—⑥ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে এবং বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণে উদ্যোগী হবে।

4 **আন্তর্জাতিক নীতি:** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রূপায়ণে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে— ① আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি করা; ② জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করা; ③ আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি ইত্যাদি যথাসম্ভব মান্য করা; ④ সালিশির সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করা।

5 **অন্যান্য নীতি:** সংবিধানের অন্যান্য অংশে আরও কয়েকটি নির্দেশমূলক নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলি হল ① রাজ্য সরকারকে ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য এবং তার অধীনস্থ প্রশাসনের মাধ্যম হিসেবে হিন্দি ভাষা প্রসারের চেষ্টা করতে হবে। ② যোগ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাকরিতে নিয়োগের জন্য তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের দাবি বিবেচনা করা হবে। ③ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য হল ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির প্রকাশমাধ্যম হিসেবে হিন্দি ভাষা প্রসারে সচেষ্ট হতে হবে।

◆ **সীমাবদ্ধতা:** নির্দেশমূলক নীতিগুলির দুটি সীমাবদ্ধতা হল ① নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। ② নীতিগুলি কার্যকর করতে গেলে আলাদাভাবে আইন প্রণয়ন করতে হয়।

নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব বা তাৎপর্য

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হওয়াতে অনেকে এগুলিকে **সংবিধান-রচয়িতাদের 'নৈতিক উপদেশ' ও 'রাজনৈতিক ইস্তাহার' বলে বর্ণনা করেছেন।** কে. টি. শাহ মন্তব্য করেন, এই নীতিগুলি এমন এক ব্যাংকের প্রদত্ত চেক যেখানে টাকা দেওয়া হবে তখনই যখন দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকবে, অর্থাৎ যখন ব্যাংকের সম্পদ অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে তখন ('These Principles are like a cheque on a bank payable when able-only when the resources of the bank permit.')। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন কারণে এই নীতিগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। এই নীতিগুলির তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল

1 **জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রতি সংবিধানের নির্দেশ:** নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রতি সংবিধানের নির্দেশ। এগুলির পেছনে কোনোরকম আইনগত সমর্থন না থাকলেও নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন যথেষ্ট রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আম্বেদকরের অভিমত হল, যদি কোনো সরকার এই নীতিগুলি উপেক্ষা করে তাহলে সেই সরকারকে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে ('If any Government ignores them, they will certainly have to answer for them before the electorate at the election time.')।

2 **নীতির আইনি প্রয়োগে বাধ্যবাধকতা:** সংবিধানের অঙ্গ হিসেবে এই নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে আইনে প্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রের। এ প্রসঙ্গে ৩৯(ঘ) নং ধারায় উল্লিখিত স্ত্রীপুরুষের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, ৪০ নং ধারার পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্প, ৪৫ নং ধারার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, ৪৪ নং ধারার হিন্দু বিবাহ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ের কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। এই নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে এবং এই নির্দেশ অমান্য করা হলে রাষ্ট্রপতি ৩৫৬ নং ধারা জারি করতে পারেন।

3 **ভারতীয় গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দানের চেষ্টা:** পানিক্কারের মতে, মৌলিক অধিকারগুলি যখন ভারতে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তখন নির্দেশমূলক নীতিগুলি **আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে ভারতীয় গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণতা দানের চেষ্টা করছে।** এজন্য গ্রেনভিল অস্টিন নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্যসাধনের পরিপূরক বলে অভিহিত করেছেন।

4 **আইনগত তাৎপর্য:** **আপাতদৃষ্টিতে নীতিগুলির কোনো আইনগত তাৎপর্য নেই বলে মনে হলেও এ ধারণা ঠিক নয়।** সুপ্রিমকোর্ট নির্দেশমূলক নীতির ওপর ভিত্তি করে আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচার করেছে অনেক ক্ষেত্রেই। এ প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর সিং (১৯৫২), বালসারা বনাম বোম্বাই রাজ্য (১৯৫১), কেরালা শিক্ষা বিল (১৯৫৮) প্রভৃতি মামলার কথা উল্লেখযোগ্য।

5 **সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির সদর্থক মনোভাব:** **নির্দেশমূলক নীতিগুলির প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও সদর্থক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।** কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশমূলক নীতিকে বাস্তবায়িত করেছে। একাধিকবার সংবিধান সংশোধনও করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জমিদারিবিলোপ, ব্যাংক-বিমা জাতীয়করণ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, অবৈতনিক প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, শিল্পপরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, দরিদ্রদের আইনগত সাহায্যদানের ব্যবস্থা, শিশুশ্রম নিরোধক আইন, কুটিরশিল্পের প্রসার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

6 **জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক:** সংবিধান-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হোয়ারের মতে, **নির্দেশমূলক নীতির আদর্শ প্রাচীন হলেও এদের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।** কারণ এই নীতিগুলি জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সরকারকে সজাগ করে। পাইলির মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল ভারতীয় জনগণের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। পণ্ডিত নেহরুর অভিমত হল, নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব মৌলিক অধিকারের চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ। তারতম্য থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় যে, মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। মৌলিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই নির্দেশমূলক নীতিগুলিকে বাদ দিলে অর্থনৈতিক তথা সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে দুটিরই সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রশ্ন 17. রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। এই নীতিগুলির দুটি সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করো। [10+2] *[B.U. '14]*

উত্তর

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ও দুটি সীমাবদ্ধতা

16 নং রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তরের প্রথম অংশ দ্যাখো।

প্রশ্ন 18. রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে (Part-IV) রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতকে একটি জনকল্যাণকামী ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে এই নীতিগুলি